Zakir Hossain

অধ্যায়

২০

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও নিরীক্ষা

সারথি

প্রথম পরিচ্ছেদ : আলোচনা

১. মূসকের ঝুঁকি ও তার ব্যবস্থাপনা

২. নিরীক্ষা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : তথ্যসূত্র

১. সংশ্লিষ্ট ধারা ও বিধি

২. সংশ্লিষ্ট এসআরও, আদেশ ও পত্রাবলি

অধ্যয়নোদ্দেশ্য

এ অধ্যায়টি পড়ার পর আপনি নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ জানতে পারবেন

১. মূসক ব্যবস্থায় ঝুঁকি কি?
২. ঝুঁকির ধরন ও প্রকৃতি
৩. ঝুঁকি হ্রাসে করণীয়
৪. নিরীক্ষা ও তার প্রকারভেদ এবং উদ্দেশ্য
৫. বাংলাদেশে নিরীক্ষার বর্তমান ব্যবস্থা
৬. প্রতিষ্ঠান নির্বাচন পদ্ধতি
৭. নিরীক্ষা ব্যর্থ হওয়ার কারণ
৮. নিরীক্ষা প্রতিবেদন তৈরি
৯. তথ্যসূত্র।

www.facebook.com/ZakirsVAT

প্রথম পরিচ্ছেদ : আলোচনা

বিংশতিতম অধ্যায়ের প্রাকবীক্ষণ

বিংশ শতাব্দির অন্যতম শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব হলো মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা। অন্যান্য কর ব্যবস্থার চেয়ে মূসক ব্যবস্থায় ঝুঁকি অনেক কম হলেও ব্যবস্থাটি একেবারে ঝুঁকিমুক্ত নয়। বিশেষ করে উন্নয়নশীল ও ট্রানজিশনাল দেশে যেখানে হিসাব ব্যবস্থার দুর্বলতা রয়েছে, সেখানে বেশ কিছু ঝুঁকি রয়েছে। আদর্শ মূসক প্রশাসনের প্রধান কাজ হলো ঝুঁকিগুলো চিহ্নিত করে তা দূর করার জন্য ব্যবস্থাগ্রহণ করা। মূসক হিসাবভিত্তিক কর ব্যবস্থা বলে নিরীক্ষা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি। এ অধ্যায়ে বাংলাদেশের মূসক ব্যবস্থার ঝুঁকিগুলো চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একই সাথে চিহ্নিত ঝুঁকিগুলো দূর করার প্রধান উপায় হিসেবে নিরীক্ষা কার্যক্রম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। পাঠ সহজবোধ্যকরণার্থে প্রাকবীক্ষণে এ অধ্যায়ের বিষয়বস্তু এবং কাঠামো (Contents & Organization) দেখানো হলো।

Zakir Hossain

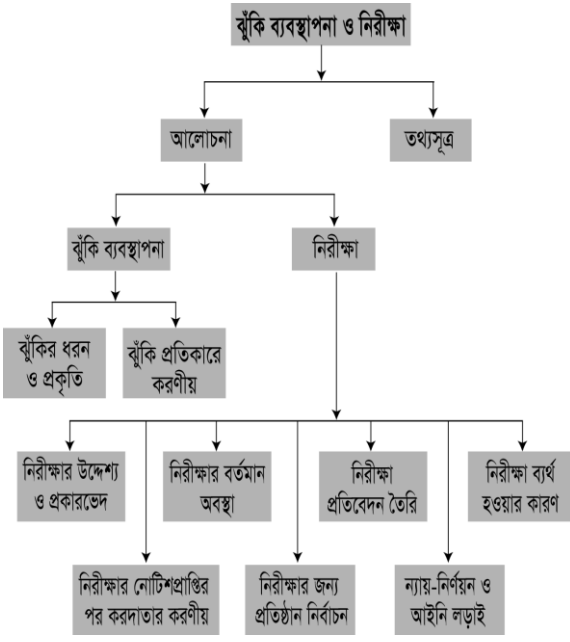

সারথি

www.facebook.com/ZakirsVAT

মূল্য সংযোজন করের ঝুঁকি ও তার ব্যবস্থাপনা

মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা বিগত শতাব্দির দ্বিতীয় সর্বোত্তম তত্ত্ব (Keen, 2007) হিসেবে বিবেচিত। মূল্য সংযোজন কর অপেক্ষাকৃত কম ঝুঁকিপূর্ণ (Keen & Smith, 2007)| শুধুমাত্র রাজস্বের বিবেচনায় মূসক সকল কর ব্যবস্থার মধ্যে সর্বোত্তম কর ব্যবস্থা (Cnossen, 1990)। রাজস্ব দক্ষতার কারণে মূল্য সংযোজন করকে Money Machine বলা হলেও (Keen, 2007) তার বেশকিছু ঝুঁকি বিদ্যমান (Ebrill, et al 2001)। উন্নত এবং অনুন্নত বা উন্নয়নশীল সকল দেশেই মূসকের কিছু ঝুঁকি বিদ্যমান। উন্নয়নশীল এবং ট্রানজিশনাল দেশে হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থার দুর্বলতা এবং অধিক হারে নগদ ট্রানজেকশনের কারণে ভ্যাটের ঝুঁকি অপেক্ষাকৃত উন্নত দেশ অপেক্ষা বেশি (Harrison & Krelove, 2005)। ট্রানজিশনাল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের মূসক ব্যবস্থারও বেশকিছু ঝুঁকি পরিলক্ষিত হয়। ঝুঁকিগুলো চিহ্নিত করে তার প্রতিকার করা সম্ভব হলেই মূসক ব্যবস্থার কার্যকরী ফলাফল পাওয়া যাবে। বাংলাদেশের মূসকের ঝুঁকিসগুলোকে শ্রেণিভিত্তিক চিহ্নিত করা হয়েছে। একই সাথে তা দূরীকরণের সম্ভাব্য উপায় নিয়েও আলোচনা করা হলো।

(ক) নিবন্ধন সংক্রান্ত ঝুঁকি

১. নিবন্ধিত না হয়ে ব্যবসায় পরিচালনা

বিপুলসংখ্যক ক্ষুদ্র এবং মাঝারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান মূসক নিবন্ধন গ্রহণ না করেই ব্যবসায় পরিচালনা করে। তাদের Ghost Traders বা Nonfilers বলা হয় (Keen & Smith, 2007) তারা মূসকযোগ্য পণ্য বা সেবার ব্যবসায় পরিচালনা করলেও নিবন্ধিত না হওয়ায় করের আওতা বহির্ভূত থেকে যায়। এ ঝুঁকি দূর করার লক্ষ্যে মূসক প্রশাসন প্রায়শই জোরপূর্বক নিবন্ধন প্রদান করে। এ ব্যবস্থাকে আরো জোরদার করা যায়। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান যেমন

সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা এবং ইউনিয়ন পরিষদ থেকে ইস্যুকৃত ট্রেড লাইসেন্সের তালিকা সংগ্রহ করে অধিকাংশ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত করে নিবন্ধিত করা যায়। জোরপূর্বক নিবন্ধনের সময় ট্রেড লাইসেন্সের তথ্য ব্যবহার করা হয়। এ ধরনের অনিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশই ব্যক্তিমালিকানাধীন বা যৌথ মালিকানাধীন হওয়ায় জাতীয় পরিচয়পত্রের ডাটাবেজ থেকে মালিকদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব। ট্রেড লাইসেন্সের তালিকা ধরে ব্যাংক থেকে তথ্য সংগ্রহ করা যায়। এতে করের আওতা ব্যাপক বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

২. অস্তিত্বহীন হওয়া প্রতিষ্ঠান

কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন গ্রহণের পর হয়তো কিছু কাজ করে। তারপর তাদের আর খুঁজে পাওয়া যায় না। ভুয়া অস্তিত্বহীন নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অনেক। বাণিজ্যিক আমদানিকারকদের মধ্যে এ সংখ্যা বেশি বলে পরিলক্ষিত হয়। অস্তিত্বহীন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যার বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কোনো গবেষণা নেই। নিবন্ধন প্রদানের ক্ষেত্রে ২ কার্যদিবসের বাধ্যবাধকতা আছে। নির্ভুল আবেদনপ্রাপ্তির পর থেকে এ দুই কার্যদিবস শুরু হবে। কাগজপত্র ভালোভাবে যাচাই এবং সঠিকভাবে তদন্ত করলে এ ধরনের ভুয়া অস্তিত্বহীন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কমে যাবে।

৩. মূসক প্রারম্ভসীমা (VAT Threshold) সংক্রান্ত ঝুঁকি

কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক টার্নওভার ৮০ লক্ষ টাকার ওপরে হলেও টার্নওভার ৮০ লক্ষ টাকার নিচে দেখিয়ে মূসক পরিহার করতে চান। তারা মূসকের আওতায় নিবন্ধিত না হয়ে টার্নওভার তালিকাভুক্ত হয়ে টার্নওভার কর পরিশোধ করতে চান।

ছোট এবং মাঝারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। আবার কুটির শিল্পের সুবিধা নিয়ে অনেক টার্নওভার তালিকাভুক্তিযোগ্য প্রতিষ্ঠান করের আওতার বাইরে চলে আসতে পারে। টার্নওভার সঠিক পদ্ধতিতে যাচাই করে এ ঝুঁকি হ্রাস করা যায়।